টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
- বিয়ের -
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা চৈত্র বুধবার, ১৩৭৬ ইং 18th Mar. 1970 | ৪১শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ১৭, বনফিল্ড লেন কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

শিবরাত্রি মেলা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বন্দেশ্বর গ্রামের শিবমন্দির সংলগ্ন ময়দানে মেলা হইয়াছিল। এ মেলাতেও প্রকাশ্যে জুয়াখেলা হইতেছিল। নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় জুয়াখেলা এখন মেলার প্রধান অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত হইতেছে।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

দেনা করে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট ;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা

কথায় আছে 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা'। জঙ্গিপুর মহকুমা শহরকে বাঘেই ছুঁইয়াছে। জঙ্গিপুরের কথা কেহ যে কিছু ভাবিতে চাহেন বা পারেন, তাহা ত মনে হয় না। শাহরিক জীবনের আর সব অসুবিধার কথা আমরা তুলিতে চাহি না। কিন্তু জঙ্গিপুর-রোড রেল ষ্টেশনটির কথা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

এই রেল ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামা এবং ট্রেণে উঠার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা কসরৎ সাধন করিতে করিতে যাত্রীদের নাকালের যখন অন্ত ছিল না, তখন এখানে প্লাটফরম নির্মিত হইল। আপ ও ডাউন প্লাটফরম হওয়ায় যাত্রীদের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইয়াছে, তাহার জন্য রেলদপ্তর বাস্তবিক ধন্যবাদার্হ। এখন শিশু-বৃদ্ধ-নারী-রোগী কেমন সহজেই উঠা ও নামার কাজ করিতে পারিতেছেন। মালপত্র তোলা-পাড়ার ও কত সুবিধা। সুতরাং ভাল যে হইয়াছে, ইহা অতি বড় শত্রুতেও অস্বীকার করিবে না।

কিন্তু এত সত্ত্বেও ঐ 'আঠার ঘা'-য়ের প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর-রোড ষ্টেশনের সদর ফটক হইতে ডাউন প্লাটফরমে যাওয়া এক হারকিউলিসের তাকৎ-এর দরকার। রেল লাইন দিয়াই পারাপার করিতে হয়। কারণ নান্যঃ পন্থাঃ। সর্বশ্রেণীর যাত্রীদের এক পারের প্লাটফরমের প্রান্তসীমা দিয়া নামিয়া লাইন টপকাইতে টপকাইতে অপর প্লাটফরম প্রান্তে উপস্থিত হইতে হয়। তাহা না হইলে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া যাঁহাদের গায়েগতরে বস্তু আছে, তাঁহারা নানা ভঙ্গিমায় সোজাসুজি যাইতে পারেন। দ্রষ্টব্য অঘটনও ঘটে বৈকি। শিশুরা লাইনে-পাথরে টক্কর খায় ; মহিলারা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা রেল দপ্তরের বাপান্ত করিতে করিতে যাতায়াত করেন। ট্রেণের নির্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে বমাল ও সশিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-মহিলা কোন জোয়ান মর্দেরও ষ্টেশনে না পৌছিলে উপায় নাই। ডাউন প্লাটফরমে অপেক্ষমান কোন ভাগ্যবান যাত্রীর শিশুপুত্র বা কন্যা যদি 'বাবা জল খাব' বলে, তাহা হইলে তিনি আর এক দফা কসরৎ-এর পাল্লায় পড়েন। কারণ ডাউন প্লাটফরমে ট্রেণ আসার অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা থাকে না।

এই ষ্টেশনে একটি ওভারব্রীজের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে লাইন পারাপারের সমস্যা যাইবে না। রেল দপ্তর কি ভাবিয়াছেন যে যাত্রীসাধারণ সকলেই শক্তপুক্ত এবং দৈহিক বলে বলীয়ান ? আয়ের দিক দিয়া এই দপ্তর ত মা-লক্ষ্মীর শ্বেতপেচক। তবু যাত্রীদের দুর্ভাগ্যের অবধি নাই।

আর এক কথা ; বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ ঘরে-বাহিরে বিদ্যুৎ। অথচ এই ষ্টেশন অদ্যাবধি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইল না। এখানে আলোর ব্যাপারে সেই আদিম যুগ অদ্যাপি বিদ্যমান। ষ্টেশনে বিদ্যুৎ-সংযোগ লইতে বড় জোর তিন-চারটি বিদ্যুৎ-খুঁটির প্রয়োজন। তথাপি মিট মিট করিয়া কেরোসিন বাতিগুলি প্রাণপণ শক্তিতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দূর করার দুরূহ তপশ্চর্যায় রত।

নানা কারণে এই রেল ষ্টেশনটির গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং উল্লেখিত অসুবিধাগুলি থাকা আর বাঞ্ছনীয় নয়। নিরাকার ব্রহ্মের কথা না ভাবিয়া অথবা 'সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু' না করিয়া উপযুক্ত স্থানে ধরনা দেওয়া ভাল। অথবা নির্বাচনী ভোট কুড়াইবার মরশুমে ভোট ভিখারীর নিকট হইতে জঙ্গিপুর সম্পর্কে একটা মুচলেকা লিখাইয়া লওয়া মন্দ কি ?

কৃষক ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের জেলা সম্মেলন।

গত ১৪ই মার্চ্চ শনিবার জঙ্গিপুর শাখা এস, ইউ, সি ইউনিটের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সড়ক উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জ্জী। শ্রীমতী মুখার্জ্জী বলেন—"কংগ্রেস শাসন দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক। কারা সঠিক সাম্যবাদী দল উহা চিনিয়া লইতে হইবে, সময় আসিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এস, ইউ, সি সবচেয়ে ভাল সাম্যবাদী দল ভারতবর্ষে। যুক্ত-ফ্রন্টকে অনেক কিছু করিতে হইবে দেশের উন্নয়নের জন্য—শ্রমিকদের জন্য, কৃষকদের জন্য, শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য। সি, পি, এম পুলিশ বিভাগকে তাঁহাদের নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিয়া ফ্রন্টে সংকট সৃষ্টি করিতেছেন।" সভায় কয়েক হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

বসন্তোৎসব

জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্যোগে গত ১৩ই মার্চ্চ জঙ্গিপুর বহুমুখী বিদ্যালয় সংলগ্ন ময়দানে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় 'বসন্তোৎসব' উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলা দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার সর্ব্বশ্রী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এছাড়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 'বসন্ত' গীতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

মুক্ত মঞ্চের চতুর্দ্দিকের প্রশস্ত ময়দানে উচ্ছ্বসিত জনতার এরূপ বিপুল সমাবেশ জঙ্গিপুর শহরে বড় একটা দেখা যায় না।

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে ১৯ বছর আগে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'দেশাত্মবোধ না দ্বেষাত্মবোধ?' শিরোনামা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা সেই প্রবন্ধের কিছুটা অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। —সম্পাদক

দেশের বহু গুণী লোক নেতা সেজে কত যে দেশের কাজে প্রাণ মন সমর্পণ করেছেন, আজকাল তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দোষ প্রচার ক'রে নিজের গুণ জাহির ক'রে বেড়াচ্ছেন। এ সব হচ্ছে আগামী নির্ব্বাচনের পাইতাড়া। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কংগ্রেস দলের লোক সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নাই। তিনি কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী। তিনিও বলিতেছেন কংগ্রেসের শোচনীয়ভাবে অধঃপতন হইয়াছে।

আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন একবার কিন্তু এই দুর্নীতিপরায়ণ দলের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজও তিনি কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত; ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষও কংগ্রেস নামের ভূষণ ত্যাগ না করিয়া পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিয়া নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর। শুধু নিজে নির্ব্বাচিত হইলে তো এঁরা খুসি হইবেন না। দলে পুরু হইবার জন্য স্বমতের বহু লোককে নির্ব্বাচন বৈতরণী পার করিতে হইবে। তাই এক এক জেলায় গিয়া নিজেদের গুণ গাইতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। ব্যাকরণ বলে 'আমি' উত্তম পুরুষ আর এই সব আপনভোলা দেশাত্মবোধীরা এই নির্ব্বাচনের সময় প্রচার করিয়া বেড়ায় আমি উত্তম পুরুষ আমার দলের সাক্ষর, নিরক্ষর গাঁজাখোর, গুলিখোর, ঘুষখোর সব উত্তম পুরুষ। এই যে দেশাত্মবোধ এর মধ্যে দ্বেষ ও আত্মবোধ দুই মিলে "দ্বেষাত্মবোধ" বলিলে কিন্তু মানায় ভাল। এই সব দলকে পাইল চাপা না দিলে দেশের মঙ্গল নাই। এরা পুঁজিহীন বিড়লা গোয়েঙ্কা। নিজেদের প্রশংসা-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ধনী হইবার যাত্রা গাহেন।

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে রিক্সাচালকদের দৌরাত্ম্য

রিক্সাচালকদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এমন জায়গায় এসেছে যে এর প্রতিবাদ না করলে ট্রেণের সাধারণ যাত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ শহর থেকে ষ্টেশনের ভাড়া ঠিক করে দিয়েছেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় রিক্সাচালকেরা সেই ভাড়ায় যাত্রী নিতে স্বীকার করে না, বাধ্য হয়ে তাদের বেশী ভাড়া দিয়ে আসতে হয়। কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে ট্রেণ থেকে যাত্রীর সংখ্যা বেশী নামলে রিক্সাচালকেরা কোন স্থানে গোপনে অবস্থান করে। এই অবস্থায় ট্রেণের যাত্রীরা বড়ই বিপদে পড়েন এবং রিক্সার সন্ধানে যখন তাঁরা যান তখন রিক্সাচালকেরা গোপন স্থান থেকে বেড়িয়ে এসে দ্বিগুণ ভাড়া দাবী করে। স্বাধীন দেশে এই প্রকার ব্যবস্থা চলতে দেওয়া কিংবা বরদাস্ত করা মানে গণতন্ত্রের অবমাননা করা। তাই আমাদের মনে হয় পূর্ব্বের মত ষ্টেশনে মোটর বাসের ব্যবস্থা করলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যানবাহন, সেই যানবাহন যদি মানুষের লাঞ্ছনার কারণ হয় তবে তা থাকা না থাকা সমান। আমরা মাননীয় মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করছি যে স্থানীয় মোটর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করে অচিরে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে মোটর বাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন।

শ্রীধাম ডাহাপাড়ায় ভক্ত বন্ধু চৈতন্যের সমাধি মন্দির

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরের টহলই শেষ ধর্ম্মের ধারক, প্রভুর লুপ্ত জন্মভূমি উদ্ধারকারী, এবং যিনি ডাহাপাড়ায় টহল কীর্ত্তনে এদেশে জাগরণ এনেছিলেন, তাঁর অনুরাগীগণ "বন্ধু চৈতন্য" স্মৃতি কমিটির সভ্যগণের উদ্যোগে, সম্প্রদায়ের শ্রীআঙ্গিনায় প্রধান ভক্তদ্বয়ের সাহায্যে এবং স্থানীয় জনসাধারণের অকৃপণ দানে, সম্প্রতি ভক্তের সমাধির উপর মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করিয়া অর্থাভাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে কৃত্যের পর্য্যালোচনা অন্তে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন চিন্তা করিতেছিলেন। এই অবস্থায় প্রভুর কৃপায় গত ১৩-১-৭০ তারিখে অকস্মাৎ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ভক্ত পণ্ডিত ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভক্তগণ সহ শ্রীধাম ডাহাপাড়ায় আগমনে ঐ দিনই ভক্তগণ ও স্মৃতি কমিটির সভ্যগণ সহ মন্দির দর্শন এবং ভক্তের প্রিয় ভজন কুটিরের নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত ভিটায় সকলে একত্রে সমস্বরে প্রভুর নামে ধ্বনি দিয়া প্রণতঃ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জয় জয় জগদ্বন্ধু।

—বন্ধু চৈতন্য স্মৃতি কমিটির সভ্যবৃন্দ।

রঘুনাথগঞ্জ শহরে হরতাল ব্যর্থ!

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রতিবাদে এবং সি পি এম-এর নেতৃত্বে বিকল্প সরকারের সমর্থনে গত ১৭ই মার্চ্চ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য রাজ্যব্যাপী যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেই হরতাল অনেক জায়গার মত রঘুনাথগঞ্জ শহরেও ব্যর্থ হয়েছে। এখানে প্রতিদিনের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে দোকান-পাট, বাজার, স্কুল, সিনেমা খোলা ছিল। এবং এখানকার পরিবেশও শান্ত ছিল। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সি পি এম সমর্থিত কয়েকজন শিক্ষক স্কুল বন্ধ রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের আশা সফল হয়নি।

অগ্নিকাণ্ড

গত ১৬ই মার্চ্চ সোমবার দুপুরে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত জয়রামপুর পল্লীতে কয়েকটা খড়ের পালাতে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভানর ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে গ্রামের কোন ঘরে আগুন লাগতে পারেনি। খড়ের পালা পুড়ে যাওয়াতে গরীব লোকের বেশ ক্ষতি হয়েছে। চৈত্র মাস শুরু হল এখন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড প্রায় ঘটবে।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু,

গত ২৭শে ফাল্গুনের আপনাদের জঙ্গিপুর সংবাদে

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

প্রকাশিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে সফল ধর্ম্মঘট'—এই শিরোনামায় পরিবেশিত সংবাদটির প্রতিবাদ জানাই। কারণ এ খবরগুলো মনগড়া, ভিত্তিহীন। ভুলসংবাদ পরিবেশন করে পাঠকদের মনে মিথ্যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। ৫ই মার্চ্চ যখন বি, পি, এস, এফ, দল ধর্ম্মঘট ডাকেন তখন আমরা এই ধর্ম্মঘটের পূর্ণ বিরোধিতা করি। এবং প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও জঙ্গীপুর কলেজে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরা প্রবেশ করেন। কিন্তু 'বসুমতী' কাগজে প্রকাশিত এক জায়গায় বিখ্যাত ছাত্রনেতা শ্রীপ্রিয় দাসমুন্সির বিবৃতিতে এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্ম্মঘটকে সফল হতে দেওয়ার অনুরোধ করায় এবং সে কাগজএর 'কাটিং' কম্ঃ প্রত্যর্পণ সিংহরায় (বি, পি, এস এফ,) আমাদের দেখালে আমরা ভেতরের ছাত্র-ছাত্রীদের বেড়িয়ে আসতে অনুরোধ করি। এবং ধর্ম্মঘট হতে দিয়েছি এই কারণেই, বি, পি, এস, এফ, এর উল্লিখিত তিনজন কমরেডই প্রতিটি শিক্ষায়তনে সবিনয়ে বলেছেন "আমাদের প্রথম ও প্রধান দাবী ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করা।" "কংগ্রেস বা অন্য প্রতিক্রিয়াশীল" এর সঙ্গে কে, কোথায় হাত মেলাচ্ছে একথা ওঁদের কেউ শুনতোনা। ধর্ম্মঘট কোথাও হোতে পারতোনা যদি আমরা বিরোধিতা করতাম ১৬ই মার্চ্চের মত। তাছাড়া জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করেননি ঐদিন। আমরা জানি জঙ্গিপুর মহকুমায় যা'ঘটে কাগজে তাই স্থান পায়। এ ঘটনাতেও সেই বিশ্বাস নিয়ে প্রাপ্ত সংবাদটির বিশেষ প্রতিবাদ জানালাম। জয়হিন্দ!

শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) 'জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্রপরিষদ ইউনিট' ও শ্রীঅলোককুমার সাহা 'জঙ্গিপুর মহকুমা ছাত্রপরিষদ কঃ'